দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ SEP-০৬-2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

ঢাবি শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা প্রকট ॥ হলগুলো গণরুমে পরিণত

॥ মিজানুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। এ আবাসন সংকটের কারণে হলগুলো গণরুমে পরিণত হয়েছে। এ গণরুমগুলোতে শিক্ষার্থীরা মানবেতর জীবন-যাপন করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের এক-একটি গণরুমে ১০ জন ছাত্রীর অবস্থানের জায়গায় অবস্থান করছে ২৫ জন। তাদের অধিকাংশ প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। এ রুমে অবস্থানকারীরা তাদের এ গণঅবস্থানের নাম দিয়েছে "উদ্বাস্তুদের জীবন-যাপন"। শুধু শামসুন্নাহার হল নয়, আবাসন সংকটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে এ অবস্থা বিরাজ করছে।

ছাত্রীরা নাম দিয়েছে উদ্বাস্তু জীবন

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা জীবন শেষ করতে না পারায় এবং নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি অব্যাহত থাকায় আবাসন সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ অভিমত সংশ্লিষ্টদের। আর এ সমস্যা এখন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেছেন, জমি সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন হল নির্মাণের পরিকল্পনা করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, এই সংকটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আবাসিক বৈশিষ্ট্যই শুধু নষ্ট হচ্ছে না, অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত জটিল সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি এ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বতর্মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ৪৫ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি আবাসিক হলে ধারণ ক্ষমতানুযায়ী ১০ হাজার ১০০ ছাত্র-ছাত্রীর অবস্থানের সুযোগ থাকলেও বর্তমানে অবস্থান করছে প্রায় ২০হাজার। অর্থাৎ ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ শিক্ষার্থী অবস্থান করছে। হলগুলোর কোন কোন কক্ষে ৫ জনের জায়গায় অবস্থান করছে ২০-২৫ জন। আর এ গণঅবস্থানের কারণে পড়ালেখাসহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন ছাত্র-ছাত্রীরা। এছাড়া হলগুলোতে দখলদার ছাত্রসংগঠনের নেতাদের দখলে রয়েছে তিন শতাধিক কক্ষ। নিয়মিত মিছিল-মিটিং করার শর্তে প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের তারা হলে তুলে থাকেন। হলে সিট বন্টনের ব্যা কর্তৃপক্ষের তেমন কোন হস্তক্ষেপ নেই।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বর্ধিতাংশসহ ৬৩৬টি সিটের বিপরীতে দ্বৈতাবাসিব অবস্থান করছে এক হাজার ছাত্র। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৩৮০টি আবাসিক সিটের বিপরী দৈতাবাসিকসহ বসবাসরত ছাত্রের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলে ৫৪০টি সি বিপরীতে অবস্থান করছে দেড় হাজার ছাত্র। এ হলে পলিটিক্যাল কক্ষের সংখ্যা অর্ধ শতাধি দ্বৈতাবাসিক দেখানো হয়েছে ৮৩০ জন। শহীদুল্লাহ হলে ৬'শ সিটের বিপরীতে প্রায় দেড় হাজ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৯৬৬টির বিপ্রীতে হাজার, মাস্টার দা সূর্যসেন হলে ৫৭৭টির বিপরী ১৩শ, কবি জসিম উদ্দিন হলে ৩৯৭টির বিপরীতে এক হাজার, স্যার এ এফ রহমান হলে ৪৯২টির বিপরীতে প্রায় ৮শ', বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪৯০টি সিটের বিপরীতে ৯শ', মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ৪৮২ টির বিপরীতে এক হাজ জগন্নাথ ১০৭২ টির বিপরীতে বর্তমানেআবাসিক ও দ্বৈতাবাসিকসহ প্রায় দুই হাজার এবং সর্বশেষ নি অমর একুশে হলে ৪৪৬ টি সিটের বিপরীতে অবস্থান করছে ৬শ' ছাত্র। ইন্টারন্যাশনাল হলে বর্তম ৬৫ জন বিদেশী ছাত্র রয়েছে। এ হলের ১২২টি কক্ষের মধ্যে ৬০টি কক্ষে বিদেশী ছাত্র, ৩টি অ কক্ষ এবং বাকি কক্ষগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা অবস্থান করছেন। বিদেশী ছা সংখ্যা প্রতি বছর হ্রাস পাওয়ায় একমাত্র এ হলেই আবাসিক সংকট প্রকট নয়।

মেয়েদের ৪টি হলে আবাসিক অবস্থা আরো করুণ। এ হলগুলোতেও বর্তমানে সিট বন্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ছাত্রদলের নেত্রীরা। বেগম রোকেয়া হলে আসন সংখ্যা ১৩৭৪টি। আবাসি দ্বৈতাবাসিকসহ এ হলে বর্তমানে বাস করছে প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রী। জানা গেছে, প্রতিবছর এ অধিভুক্ত হওয়া ৫ শতাধিক ছাত্রীর মধ্যে প্রথমদিকে অনেকে আত্মগোপন (১৩শ পৃঃ ৭-এর কঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আবাসিক হলেই ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা। ছাত্রীদের হলে এই সংকট আরো প্রকট। সামসুন্নাহার হলের গণরুমে এভাবেই গাদাগাদি করে অবস্থ

ঢাবি শিক্ষার্থীদের আ

(তৃতীয় পৃঃ পর)

করে হলে বসবাস করে। এ হলের ১ করে ২০-২৫ জন ছাত্রী। শামসুন্নাহার আবাসিক সিটের সংখ্যা ১২৫০। আড়াই হাজার ছাত্রী। এ হলে রয়েছে প্রতিটিতে ২০-২৫ জন করে ছাত্রী হলের সাধারণ ছাত্রীদের অভিযোগ জোর করে বিভিন্ন রুমে তাদের দলী দেয়। কুয়েত মৈত্রী হলে আবাসিক সি টি, দ্বৈতাবাসিকসহ এ হলে বর্তমানে বাস করছে। বেগম ফজিলাতুন্নেসা মু আসনের বিপরীতে বসবাস করছে প্র নবাব ফয়জুন্নেসা ছাত্রী নিবাসে আবা ১৫০। এ ছাত্রী নিবাসটিতে মূলত অবস্থান করে। ছাত্রীদের আবাসিক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্ববি হলের পূর্ব পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের জা বিশিষ্ট ছাত্রী হল নির্মাণের ঘোষণা দি সালে। হল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনী এখনো হাতে পায়নি। এ হল নির্মি অনুষদের ছাত্রীদের সিট বরাদ্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জানান, প্রধা কার্জন হলের পাশে ছাত্রী হল নির্মাণে শুরু হবে। এ হল নির্মিত হলে ছা সমস্যা অনেকটা হ্রাস পাবে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল আবাসন সমস্যার নিরসনে নতুন ভবন জমি ও অর্থ সংকটের কথা উল্লেখ করে